রিসালা নং: ৯৮

১৬৩ মাদানী ফুল

- পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল
- চলাফেরা করার ১৫টি সুন্নাত ও আদব
- তেল ও চিরুণী ব্যবহারের ১৯টি মাদানী ফুল
- বাবরী চুল রাখা এবং মাথার চুলের ২২টি মাদানী ফুল
- পোশাকের ১৪টি মাদানী ফুল
- পাগড়ী বাঁধার ২৫টি মাদানী ফুল
- আংটি সম্পর্কিত ১৯টি মাদানী ফুল
- মিস্ওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল
- কবরস্থানে হাজির হওয়ার ১৬টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

১৬৩ মাদানী ফুল

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পা করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য সুন্নাত শিখার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পা করে থাকে।" (আল ফেরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিছু মাদানী ফুল পেশ করছি, কবুল করুন। পেশকৃত প্রত্যেক মাদানী ফুলকে **রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত হিসেবে মনে করবেন না, এখানে সুন্নাত ছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام থেকে বর্ণিত **মাদানী ফুল**ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

এ মাসয়ালা মনে রাখবেন! যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কোন আমল সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটিকে "সুন্নাতে রাসূল" বলা যাবে না। এ রিসালার প্রতিটি মাদানী ফুল সকল মুসলমানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তদানুযায়ী আমল করা জান্নাত লাভের মাধ্যম হিসেবে আশা করা যায়। মুবাল্লিগিন এবং মুবাল্লিগাদের খিদমতে মাদানী অনুরোধ হলো, নিজেদের সুন্নাতে ভরা বয়ানের শেষে স্থান ভেদে এ রিসালায় প্রদত্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর মাদানী ফুল বয়ান করবেন। প্রত্যেক বিষয়ের শুরুতে এবং শেষে দেওয়া শিরোনামও পা করে শুনিয়ে দিবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল

✱ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি আলীশান ফরমান: "উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিন (নিঃশ্বাসে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسْمِ الله পা করো এবং পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলো।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯২) ✱ **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রের ভিতর শ্বাস ফেলতে কিংবা তাতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২৮) প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْه আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রের ভিতর শ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়ে থাকে। তাই নিতান্তই যদি শ্বাস ফেলতে হয়, তবে পাত্র থেকে মুখ পৃথক করে শ্বাস ফেলবে অর্থাৎ শ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পাত্রটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠন্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠন্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তবে দরূদ শরীফ ইত্যাদি পা করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" ✱ পান করার পূর্বে بِسْمِ الله পা করে নিন। ✱ চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন। বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের **(LEAVER)** রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ✱ পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। ✱ বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। ✱ বদনা (লোটা) ইত্যাদি দ্বারা অযু করা হলে সেটার অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা স্বরূপ। কেননা, সেটা পবিত্র জমজমের পানির সাদৃশ্য রাখে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

এই দুই প্রকার (অর্থাৎ অযুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযমের পানি) ব্যতীত অন্য যে কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠ-, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৬৯) এ দু'ধরণের পানি কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন। ✱ পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫ম খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা) ✱ পানীয় বস্তু পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবেন। ✱ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: بِسْمِ اللهِ পা করে পান করা শুরু করবেন, ১ম নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করবেন। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা) ✱ গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। ✱ বর্ণিত রয়েছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজর আল হায়তামী, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা) পানি পান করার কিছুক্ষণ পর খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরার ১৫টি সুন্নাত ও নিয়মাবলী

✱ ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর জমিনে অহংকার করে চলো না। নিশ্চয় তুমি কখনো জমিনকে চিরে ফেলতে পারবেনা এবং দৈর্ঘ্যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ৩য় খন্ডের, ৪৩৫ পৃষ্টার মধ্যে **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণিত রয়েছে: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিধান করে অহংকার করে চলছিল এবং সে অহংকারে বিভোর ছিল। সুতরাং তাকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হলো। সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের নিচের দিকে ধ্বসতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮)

✱ **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো পথ চলতে চলতে কোন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর হাত আপন হাত মুবারকে নিয়ে নিতেন। (আল মুজামুল কাবীর, ৭ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১৩২) ✱ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হতো যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৮) ✱ গলায় স্বর্ণের চেইন বা যে কোন ধরণের ধাতুর চেইন লাগিয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য বুক খোলা রেখে দম্ভভরে কখনো চলবেন না, কেননা, এটা নির্বোধ, অহংকারী ও ফাসিক লোকদের কাজ। গলায় স্বর্ণের চেইন ব্রেচলাইট **(BRACELET)** পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম এবং অন্যান্য ধাতুও না জায়িয। ✱ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না মতো দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না মতো ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। আমরদের (সুদর্শন বালকের) হাত ধরবেন না। কামভাবের সাথে কোন ইসলামী ভাইয়ের হাত ধরা অথবা মুসাফাহা করা (অর্থাৎ- হাত মিলানো) বা গলা মিলানো হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

✱ রাস্তায় চলার সময় অহেতুক এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত রেখে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন আবি সিনান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঈদের নামায আদায় করতে গেলেন, যখন ঘরে ফিরে আসলেন তখন তাঁর স্ত্রী বললেন: আজ কয়জন মহিলাকে দেখেছেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চুপ রইলেন, যখন তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: "ঘর থেকে বের হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের (পায়ের) বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।" (কিতাবুল ওয়ারা মাআ মাওসূআহ্ ইমাম ইবনে আবিদ দুনইয়া, ১ম খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা) سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **আল্লাহ্** ওয়ালাগণ পথ চলতে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ করে মানুষের ভীড়ে এদিক সেদিক দেখতেনই না। কেননা, কখনো যেন এমন না হয়, শরীয়াত নিষিদ্ধ বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে যায়। এগুলো ঐ সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى তাকওয়া ছিল। মাসয়ালা হলো, যে কোন মহিলার প্রতি অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি দৃষ্টি পড়েও যায় আর তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় তবে গুনাহগার হবে না। ✱ কারো ঘরের বারান্দা **(BALCONY)** বা জানালার দিকে বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়। ✱ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে জুতার আওয়াজ অপছন্দনীয় ছিল। ✱ রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কেননা, হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২৭৩) ✱ রাস্তায় চলার সময় দাঁড়িয়ে বরং বসাবস্থায়ও মানুষের সামনে থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া, নাকে আঙ্গুল প্রবেশ করানো, কান চুলকানো, আঙ্গুল দ্বারা শরীরের ময়লা ছাড়ানো, পর্দার জায়গা চুলকানো ইত্যাদি ভদ্রতার পরিপন্থি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

✱ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলার সময় কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে থাকে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পাগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে। ✱ পথ চলার যেসব আইন শরীয়াতের পরিপন্থী নয় তা অনুসরণ করুন যেমন গাড়ি আসা যাওয়ার পথে সড়ক পার হওয়ার ক্ষেত্রে "জেব্রা ক্রসিং" বা ওভার ব্রীজ ব্যবহার করুন। ✱ যেদিক থেকে গাড়ি আসছে ওদিকে দেখেই রাস্তা অতিক্রম করুন, যদি আপনি রাস্তার মাঝখানে থাকেন আর এ অবস্থায় গাড়ি আসছে তবে দৌড় না দিয়ে সেখানেই দাড়িয়ে যান কেননা, এতে বেশী নিরাপত্তা রয়েছে। এছাড়া ট্রেন চলাচলের সময় অতিক্রম করা মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা, ট্রেনকে অনেক দূরে মনে করে অতিক্রমকারী দ্রুত চলা বা অসতর্ক অবস্থায় কোন তার ইত্যাদিতে পা আটকে যাওয়া অবস্থায় পড়ে যাওয়া এবং উপর দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার আশংকার প্রতি সজাগ থাকা উচিত। এছাড়া অনেক জায়গায় এমন রয়েছে যেখানে রেলপথ অতিক্রম করা বেআইনি বিশেষতঃ ষ্টেশনে, এসব আইন মেনে চলুন। ✱ ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়্যতে যতটুকু সম্ভব প্রতিদিন পৌনে এক ঘন্টা যিকির ও দরূদ শরীফ পা করতে করতে পায়ে হাঁটুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। পায়ে হাটার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে এরূপ; প্রথম ১৫ মিনিট দ্রুতগতিতে, এরপরের ১৫ মিনিট মধ্যম গতিতে, শেষ ১৫ মিনিট পুনরায় দ্রুত গতিতে চলুন, এভাবে চলার দ্বারা সারা শরীরের ব্যয়াম হবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হজমশক্তি ঠিক থাকবে, গ্যাস **(GAS)**, কোষ্টকাঠিন্য, মোটা হওয়া, হৃদরোগ সহ অগণিত রোগ থেকেও নিরাপদ থাকবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

তেল ও চিরুণী ব্যবহারের ১৯টি মাদানী ফুল

✱ হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্রতম মাথায় বেশি তেল ব্যবহার করতেন এবং দাঁড়ি মোবারক চিরুণী দিয়ে আঁচড়াতেন এবং অধিকাংশ সময় মাথাবন্দও (অর্থাৎ- সারবন্দ শরীফ) ব্যবহার করতেন, যার ফলে ঐ কাপড় তৈলাক্ত হয়ে যেতো। (আশ্‌শমায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২) জানা গেল, "সারবন্দ" ব্যবহার করা সুন্নাতে **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم। ইসলামী ভাইদের উচিত, যখনই মাথায় তেল ব্যবহার করবেন, মাথায় একটি ছোট কাপড় সারবন্দ বাঁধবেন, এভাবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ টুপি এবং পাগড়ী মোবারক তৈলাক্ত হওয়া থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখকের) অনেক বছর ধরে এই সুন্নাতে রাসূল এর উপর আমলের নিয়্যতে সারবন্দ ব্যবহারের অভ্যাস অব্যাহত রয়েছে। ✱ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার (মাথায়) চুল আছে সে যেনো সেগুলোর যত্ন নেয়।" (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৬৩) অর্থাৎ সেগুলো ধৌত করো, তেল লাগাও এবং আঁচড়াও। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠা) চুল এবং দাঁড়ি সাবান দিয়ে ধৌত করার যাদের অভ্যাস নেই তাদের চুল অধিকাংশ সময় দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যদিওবা তাদের নিজের কাছে দুর্গন্ধ লাগে না, কিন্তু অন্যজনের কাছে তা লাগে। মুখ, চুল, শরীর, পোশাক ইত্যাদি হতে যদি দুর্গন্ধ বের হয়, এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কেননা, এর দ্বারা মানুষ এবং ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। হ্যাঁ! যদি দুর্গন্ধ লুকায়িত থাকে, যেমন- বগলের দুর্গন্ধ, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

✱ হযরত সায়্যিদুনা নাফে' رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দিনে দুইবার তেল ব্যবহার করতেন। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা) চুলে বেশি পরিমাণে তেল ব্যবহার করা বিশেষত জ্ঞানীদের জন্য অনেক উপকারী। কেননা, এর দ্বারা মাথা শুষ্ক হয় না, মস্তিস্ক ঠন্ডা এবং স্বরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। ✱ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তেল ব্যবহার করবে তখন ভ্রু থেকে শুরু করবে, এর দ্বারা মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়।" (আল জামেউছ ছগির, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৯) ✱ "কানযুল উম্মাল" এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তেল ব্যবহার করতেন, তখন প্রথমে বাম হাতের তালুতে ঢালতেন, অতঃপর প্রথমে উভয় ভ্রু তারপর উভয় চোখের পলকে তারপর মাথায় লাগাতেন। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮২৯৫) ✱ তাবারানী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়ি মোবারকে তেল ব্যবহারের সময় নিচের ঠেট এবং থুতনির মধ্যবর্তী দাঁড়ি থেকে তেল লাগানো শুরু করতেন। (আল মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬২৯) ✱ দাঁড়ি আঁচড়ানো সুন্নাত। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা) ✱ بِسْمِ اللّٰہ পা করা ব্যতীত তেল ব্যবহার করা, চুল শুষ্ক এবং বিক্ষিপ্ত রাখা সুন্নাত পরিপন্থি। ✱ হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: যে بِسْمِ اللّٰہ পা করা ব্যতীত তেল লাগায়, তবে ৭০জন শয়তান তার সাথে শরীক হয়ে যায়। (আমলুল ইয়াওমে ওয়াল লাইল লি ইবনে সানি, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩) ✱ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: একদা মু'মিনের সাথে নিযুক্ত শয়তান এবং কাফেরের সাথে নিযুক্ত শয়তানের সাক্ষাত হলো, কাফেরের শয়তান খুব মোটা-তাজা এবং ভাল পোশাক পরিহিত ছিল, আর মু'মিনের শয়তান হালকা পাতলা, অসুস্থ বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট এবং উলঙ্গ অবস্থায় দেখে কাফেরের শয়তান মু'মিনের শয়তানের কাছে জিজ্ঞাসা করল: তুমি মতো দূর্বল কেন? সে উত্তরে বলল: আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে আছি, যে পানাহারের সময় بِسْمِ اللّٰہ পা করে নেয়, তখন আমি ক্ষুদার্ত এবং পিপাসার্ত থেকে যায়। আর তেল লাগানোর সময় بِسْمِ اللّٰہ শরীফ পা করে নেয়, তখন আমার চুল বিক্ষিপ্ত থেকে যায়। কাফেরের শয়তান তাকে বলল: আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে আছি, যে এ ধরণের কোন আমল করে না, তাই আমি তার খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং তেল ব্যবহারের মধ্যে শরীক হয়ে যায়। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা) ✱ তেল ঢালার পূর্বে بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পা করে বাম হাতের তালুতে সামান্য তেল নিয়ে প্রথমে ডান চোখের ভ্রুতে তারপর বাম চোখের ভ্রুতে লাগাবেন, তারপর ডান চোখের পলকে অতঃপর বাম চোখের পলকে লাগাবেন, পরিশেষে মাথায় ঢালবেন এবং দাঁড়িতে লাগানোর সময় নিচের ঠোঁট এবং থুতনির মধ্যবর্তী স্থানের দাঁড়ি থেকে শুরু করবেন। ✱ মাথায় সরিষার তেল ব্যবহারকারী ব্যক্তি টুপি অথবা পাগড়ী খোলার সময় মাঝে মধ্যে দূর্গন্ধ বের হয়, তাই সম্ভব হলে উন্নতমানের সুগন্ধময় তেল ব্যবহার করুন। সুগন্ধময় তেল তৈরীর সহজ পন্থা হচ্ছে; নারিকেল তেলের শিশিতে নিজের পছন্দনীয় আতরের কয়েক ফোটা মিশ্রিত করে ঝেকে নিন। মাথা এবং দাঁড়ি সময়ে সময়ে সাবান দ্বারা ধৌত করতে থাকুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

✱ মহিলাদের জন্য আবশ্যক চুল আঁচড়ানো অথবা ধৌত করার সময় যে চুলগুলো ঝড়ে পড়ে, তা কোন একটি গোপন জায়গায় সংরক্ষণ করা। যেন বেগানা পুরুষের (এমন ব্যক্তি যার সাথে সব সময়ের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ নয়) দৃষ্টি না পড়ে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা) ✱ **খাতামুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, শফিউল মুযনিবিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৬২) এ নিষেধাজ্ঞা মাকরূহে তানযিহি হিসেবে বিবেচিত হবে, আর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষ যেন সাজ-সজ্জাতে ব্যস্ত না থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৯২ পৃষ্ঠা) ইমাম মুনাওয়ি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কারো চুলের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে সাধারণত দৈনিক আঁচড়াতে পারবে। (ফয়জুল কদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা) ✱ ইমামুল ইশকে ওয়াল মুহাব্বত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে আগত প্রশ্ন এবং তার উত্তর: **প্রশ্ন:** কোন্ কোন্ সময় দাঁড়ি আঁচড়ানো যেতে পারে? **উত্তর:** দাঁড়ি আঁচড়ানোর জন্য শরীয়াতে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, মধ্যম পন্থায় করার হুকুম রয়েছে। এটা যেন না হয় যে, মানুষ জ্বীনের আকৃতি ধারণ করবে, আর এটাও যেন না হয় যে, সর্বদা সাজসজ্জার মধ্যে লেগে থাকবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৯২-৯৪ পৃষ্ঠা) ✱ চুল আঁচড়ানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করবেন, যেমনিভাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেন: **শাহানশাহে খাইরুল আনাম, ছরওয়ারে যিশান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন, এমনকি জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রেও। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এ তিনটি বিষয় উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, নতুবা প্রত্যেক সম্মানিত এবং বরকতমণ্ডিত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। যেমন: মসজিদে প্রবেশ করা, পোশাক পরিধান করা, মিসওয়াক করা, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোফ ছাটা, বগলের পশম পরিস্কার করা, অযু-গোসল করা, ইস্তিন্জাখানা থেকে বাহির হওয়া ইত্যাদি। আর যে সমস্ত কাজে কোন ফযীলত নেই যেমন: মসজিদ থেকে বের হওয়া, ইস্তিন্জাখানায় প্রবেশ করা, নাক পরিস্কার করা, পায়জামা এবং অন্যান্য কাপড় খোলার সময় বাম দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। (উমদাতুল ক্বারী, ২য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা) ✱ জুমার নামাযের জন্য তেল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৪ পৃষ্ঠা) ✱ রোযা অবস্থায় দাঁড়ি, গোফে তেল লাগানো মাকরূহ নয়, কিন্তু তেল এ জন্য লাগানো হলো যেন দাঁড়ি বৃদ্ধি পায় অথচ তার এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি আছে, আর এ উদ্দেশ্যে তেল ব্যবহার করা রোযা ব্যতিতও মাকরূহ। আর রোযার ক্ষেত্রে তা আরো বেশি মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৭ পৃষ্ঠা) ✱ মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি, মাথার চুল আঁচড়ানো নাজায়েয এবং গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা) লোকেরা মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলে, এটাও নাজায়েয এবং গুনাহ। গুনাহ মৃত ব্যক্তির হবে না বরং যে এ কাজ করে এবং যে এ কাজের হুকুম দেয় তাদের হবে।

তেল কি বুন্দী টপকতি নেহী বালো ছে রযা
সুবহে আরেজ পে লুটাতে হে সেতারে গেয়ছু।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

বাবরী চুল রাখা এবং মাথার চুলের ২২টি মাদানী ফুল

✱ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক (চুলের গোছা) কখনো কান মোবারকের অর্ধেক পর্যন্ত, ✱ কখনো কান মোবারকের লতি পর্যন্ত এবং ✱ কখনো চুল মোবারক বেড়ে যেত তখন সেগুলো কাধ মোবারক দু'টিকে স্পর্শ করতো। (আশশামায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ১৮, ৩৫, ৩৪ পৃষ্ঠা) ✱ আমাদের উচিত সময়ে সময়ে তিনটি সুন্নাত আদায় করা, অর্থাৎ কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত, আর কখনো সম্পূর্ণ কান পর্যন্ত, কোন সময় কাধ বরাবর চুল রাখা। ✱ কাধ পর্যন্ত বাবরী চুল লম্বা করার এ সুন্নাত নিজের উপর একটু কষ্টকর হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনের কমপক্ষে একবার হলেও এ সুন্নাত আদায় করা উচিত। অবশ্য এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, চুল যেন কাধের নিচে না আসে, পানিতে ভাল ভাবে ভিজার পর বাবরী চুলের লম্বার পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়। তাই যে দিনগুলোতে চুল বাড়াবেন ঐ দিনগুলোতে গোসলের পর আঁচড়ানোর সময় ভাল ভাবে লক্ষ্য করবে চুল কাধ অতিক্রম করেছে কিনা। ✱ আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; মহিলাদের মতো কাধের নিচে চুল রাখা পুরুষের জন্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা) ✱ সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: পুরুষের জন্য মহিলাদের মতো চুল লম্বা রাখা জায়েয নেই। কিছু মানুষ সুফী সাজার জন্য লম্বা চুল রাখে, যা তাদের বুকে সাপের মতো ঝুলে থাকে, আর কিছু (মহিলাদের মত) খোপা করা হয়, আর কিছু জট বাঁধা হয় এগুলো নাজায়েয এবং শরীয়াতের পরিপন্থি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

চুল লম্বা করা ও রং-বেরঙ্গের কাপড় পরিধানের নাম (সূফীবাদ) নয়, বরং **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ অনুসরণ এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করার নাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৭ পৃষ্ঠা) ✱ মহিলাদের মাথা মুন্ডানো হারাম। (খুলাছা আয ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা) ✱ মহিলাদের মাথার চুল কাটা (যা বর্তমানে ফ্যাশন হিসেবে চলমান) যেমন: বর্তমানে এ কাজ খ্রীষ্টান মহিলারা শুরু করেছে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও গুনাহ এবং এর উপর (**আল্লাহ্**র) অভিশাপ এসেছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে এ কাজ করার জন্য নির্দেশও দেয় তবুও এভাবে করার কারণে স্ত্রী গুনাহগার হবে। শরীয়াতের বিধি-বিধানের বিপরীত কাজে কারো (অর্থাৎ- মাতা, পিতা, স্বামী অন্য কারো আদেশ) পালন করা যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা) ছোট মেয়েদের চুলও পুরুষের মতো করে কাটাবেন না, ছোটবেলা থেকে তাকে মহিলা সূলভ লম্বা চুল রাখার মানসিকতা তৈরী করাবেন। ✱ কিছু লোক ডান অথবা বাম দিকে সিঁথী কাটে, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। ✱ সুন্নাত হচ্ছে, যদি মাথায় চুল থাকে, তবে মধ্যখানে সিঁথী কাটা। (প্রাগুক্ত) ✱ পুরুষের জন্য মাথা মুন্ডানো, চুল লম্বা করা, সিঁথী কাটার ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে। (রুদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) ✱ **নবীদের নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে উভয় আমল সাব্যস্ত আছে; যদিওবা মাথা মুন্ডানো শুধুমাত্র ইহরাম থেকে বের হওয়ার সময় সাব্যস্ত আছে। অন্য সময়ে (মাথা মুন্ডানোর) ব্যাপারে কোন প্রমান দেখা যায় না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ✱ আজ-কাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে মানুষ কোথাও বড় কোথাও ছোট করে কিছু (বিধর্মীদের) কাটিং করতে দেখা যায়, এমন চুল রাখা সুন্নাত নয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✱ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার চুল আছে সে যেন সেগুলোর যত্ন নেয়।" (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৬৩) অর্থাৎ- তা ধৌত করো, তেল লাগাও এবং আঁচড়াও। ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সর্বপ্রথম গোফ চেঁটেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখেছেন। (সাদা চুল দেখার পর) তিনি ফরিয়াদ করেন: **হে আমার প্রতিপালক!** এগুলো কি? **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে ইব্রাহীম! এটা হলো মর্যাদা (সম্মান)। তিনি আবার ফরিয়াদ করলেন: **হে আমার প্রতিপালক!** আমার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দাও। (মুয়াত্তা, ২য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫৬) প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকিমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: তাঁর (হযরত ইব্রাহীম) عَلَيْهِ السَّلَام এর আগে কোন নবীর গোফ বাড়েনি এবং কেউ গোফও চাটেনি আর তাঁদের ধর্মে গোফ চাটার কোন বিধানও ছিল না। তাই এ আমলটি সুন্নাতে ইব্রাহীমি হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) ✱ নিচের ঠেঁট এবং এর মধ্যবর্তী স্থানের পশমের আশে-পাশের চুল মুন্ডানো অথবা উপড়িয়ে ফেলা বিদয়াত। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা) ✱ ঘাড়ের পশম মুন্ডানো মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ- মাথার চুল মুন্ডানো ব্যতিত শুধুমাত্র ঘাড়ের পশম মুন্ডানো, যেমনিভাবে অধিকাংশ লোক দাঁড়ির খত বানানোর সময় ঘাড়ের পশম মুন্ডিয়ে ফেলে যদি সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলে তখন তার সাথে ঘাড়ের পশমও মুন্ডানো যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৭ পৃষ্ঠা) ✱ চারটি বস্তু সম্পর্কে শরীয়াতের ফায়সালা হলো, মাটিতে পুতে ফেলা; (১) চুল,(২) নখ, (৩) যে কাপড় দিয়ে ঋতুস্রাব এর রক্ত পরিস্কার করা হয়, (৪) রক্ত। (প্রাগুক্ত, ৫৮৮ পৃষ্ঠা, আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✱ পুরুষের জন্য দাঁড়ি অথবা মাথার সাদা চুলকে লাল অথবা সবুজ করা মুস্তাহাব, এ জন্য মেহেদী ব্যবহার করা যেতে পারে। ✱ দাঁড়ি অথবা মাথায় মেহেদী লাগিয়ে শোয়া করা উচিত নয়, এক হাকীমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে মেহেদী লাগিয়ে শোয়ার ফলে মাথা ও অন্য বস্তুর গরম তাপ চোখে নেমে আসে, যা দৃষ্টি শক্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঐ বিজ্ঞ লোকের বর্ণনার দৃঢ়তা আমার কাছে প্রকাশ পেল এভাবে; একবার সগে মদীনার عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি আসল এবং সে বর্ণনা দিল: আমি জন্মগত অন্ধ ছিলাম না। আফসোস একদা মাথায় কালো মেহেদী লাগিয়ে আমি শয়ন করেছিলাম, জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম আমার চোখের জ্যোতি চলে গেছে! ✱ মেহেদী ব্যবহারকারীর গোফ এবং দাঁড়ির খতের কিনারায় দাঁড়িগুলো অল্প সময়ে সাদা ভাব প্রকাশ পায়, যা দেখতে সুন্দর দেখায় না তাই যদিও বার বার সম্পূর্ণ দাড়িতে মেহেদী লাগানো সম্ভব না হয়, শুধুমাত্র যেখানে সাদা চুলের প্রকাশ পায় সেখানে প্রতি চার দিন পর পর ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে সাদা চুল দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানে সামান্য সামান্য মেহেদী লাগিয়ে দেয়া উচিত। "শরহুস সুদুর" কিতাবে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি দাঁড়িতে কালো হিজাব ব্যতিত লাল অথবা সবুজ রং ধারণ করে এমন মেহেদী লাগায়, মৃত্যুর পর মুনকার নকীর তার কাছ থেকে কোন প্রশ্ন করবে না। মুনকার (ফেরেশতা) বলবে: হে নকীর (ফেরেশতা)! আমি তার কাছ থেকে কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি! যার চেহারাতে ইসলামের নূর চমকাচ্ছে।

(শরহুস সুদুর, ১৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

পোশাকের ১৪টি মাদানী ফুল

প্রথমে তিনটি হাদীস লক্ষ্য করুন: ✱ "জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে যেন بِسْمِ اللّٰه পা করে নেয়।" (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টির আড়াল হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ- লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা) ✱ "যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পা করবে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ هٰذَا وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَ لَا قُوَّةٍ[১]

তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২৮৫) ✱ "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে কারামাতের পোশাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭৭৮) ✱ **রহমাতুল্লিল আলামিন, খাতামুল মুরসালিন, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদা কাপড়ের হতো।

(কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, ৩৬ পৃষ্ঠা)

---

[১] **অনুবাদ:** 'সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, আর আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আমাকে দান করেছেন।'

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

✱ পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনে হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (প্রাগুক্ত, ৪১ পৃষ্ঠা) ✱ বর্ণিত রয়েছে: যে (ব্যক্তি) বসে ইমামা (পাগড়ী) বাঁধে বা দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন রোগে আক্রান্ত করবেন, যার কোন চিকিৎসা নেই। (প্রাগুক্ত, ৩৯পৃষ্ঠা) ✱ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান। (প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃষ্ঠা) ✱ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: সুন্নাত হচ্ছে, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা এবং আস্তিনের দৈর্ঘ্য বেশি হলে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত, আর প্রস্থে এক বিঘত পরিমাণ। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা) ✱ সুন্নাত হচ্ছে, পুরুষের লুঙ্গি অথবা পায়জামা টাখনুর উপর রাখা। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা) ✱ পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলা মহিলা সূলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ১ম খন্ডের ৪৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত "সতর" অর্থাৎ এতটুকু ঢেকে রাখা ফরয। নাভী সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়, কিন্তু হাটু অন্তর্ভূক্ত।

(দুররে মুখতার, রুদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

বর্তমানে অনেক লোক লুঙ্গি অথবা পায়জামা এভাবে পরিধান করে যে, নাভীর নিচের কিছু অংশ খোলা থাকে, যদি জামা দ্বারা এভাবে ঢাকা থাকে যে, যার মাধ্যমে চামড়ার রং প্রকাশ না পায়, তাহলে ভাল নতুবা হারাম। নামাযে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ খোলা থাকলে নামায হবে না। (বাহারে শরীয়াত) বিশেষত হজ্ব অথবা ওমরার ইহরাম পরিধানকারীরা এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকা উচিত। ✱ বর্তমানে অনেকে সর্ব-সাধারণের সামনে হাফ পেন্ট পরিধান করে ঘুরাফেরা করে যার দ্বারা তার হাঁটু এবং উরু দৃষ্টিগোচর হয়, এরকম করা হারাম। এদের খোলা হাটু ও উরুর দিকে দেখাও হারাম। বিশেষত খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগার, সমুদ্রে সৈকতে এরূপ দৃশ্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। তাই এসব জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ✱ অহংকার মূলক যত পোশাক রয়েছে তা পরিধান করা নিষেধ। অহংকার আছে কি নেই এর যাচাই এভাবে করুন যে, এ কাপড় পরিধান করার পূর্বে নিজের ভিতর যে অনুভূতি ছিল তা যদি এ কাপড় পরিধান করার পরেও পূর্বের অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে তবে বুঝতে হবে এ কাপড় দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হয়নি। আর যদি এ অনুভূতি এখন অবশিষ্ট না থাকে তবে বুঝতে হবে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এধরণের কাপড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, কেননা, অহংকার অনেক খারাপ বিষয়।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

মাদানী হুলিয়া

দাঁড়ি, যুলফি (বাবরি চুল), মাথায় সবুজ পাগড়ী (সবুজ রং যেন গাঢ় না হয়), কলার বিহীন সাদা জামা, সুন্নাত অনুযায়ী দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা পর্যন্ত লম্বা, এক বিঘত প্রশস্থ হাতা, বুকে হৃদয়ের পার্শ্ববর্তী দিকের পকেটে সুস্পষ্ট মিসওয়াক, লুঙ্গি কিংবা পায়জামা টাখনুর উপর।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(এছাড়া মাথায় সাদা চাদর ও মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলের নিমিত্তে পর্দার উপর পর্দা করার জন্য খয়েরী রংয়ের চাদরও সঙ্গে থাকলে তো মদীনা মদীনা।)

আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ও মাদানী হুলিয়া পরিধানকারী সকল ইসলামী ভাইকে সবুজ গম্বুজের ছায়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন, জান্নাতুল ফেরদৌসে আপন **প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। **হে আল্লাহ্!** সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উনকা দিওয়ানা ইমামা আওর জুলফে ও রেশ মে,
লাগ রাহাহে মাদানী হুলিয়ে মে ওহ কিতনা শানদান।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ী বাঁধার ২৫টি মাদানী ফুল

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী: ✱ "পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) চেয়ে উত্তম।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত) ✱ "আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রতিটি প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য একটি করে নূর দান করা হবে।" (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭২৫) ✱ "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫২৯) ✱ "পাগড়ী সহকারে নামায আদায় করা দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ।"

(প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

✱ "পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমার সমান।" (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত) ✱ "পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।" (কানযুল উম্মাল, ১৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, নং- ৪১১৩৮) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়াত"** কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন। যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে এবং বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন চিকিৎসা নেই। ✱ পাগড়ী বাঁধার পূর্বে থামুন আর ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন, যদি একটি ভাল নিয়্যত না থাকে, তবে তাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এজন্য অন্তত এই নিয়্যত করে নিন; **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য সুন্নাত পালনার্থে ইমামা (পাগড়ী) বাঁধছি। ✱ যথারীতি নিয়ম হলো; পাগড়ীর প্রথম প্যাঁচটি মাথার ডান দিকে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা) ✱ **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুলিল আলামীন, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ীর শিম্‌লা (বা প্রান্ত) প্রায়শ পেছন দিকেই (অর্থাৎ পিঠ মোবারকে) থাকতো। আবার কখনো কখনো ডান দিকে। কখনো দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি শিম্‌লা থাকতো। শিম্‌লাকে বাম দিকে রাখা সুন্নাতের পরিপন্থি। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ীর শিম্‌লার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙ্গুল। ✱ সর্বাধিক (পিঠের আধাআধি পর্যন্ত) অর্থাৎ প্রায় এক হাত। মাঝখানে আঙ্গুলের আগা থেকে কুনুই পর্যন্ত পরিমাপকে এক হাত বলা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

✱ কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পাগড়ী বাঁধবেন। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস লিস শায়খ আব্দুল হক দেহরভী, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ী যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা, সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাধাঁ যেন গম্বুজের মতো হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা) ✱ রুমাল যদি বড় হয়, আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তা হলে সেটি পাগড়ীই হয়ে গেল। ✱ পক্ষান্তরে ছোট রুমাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায়, সেটি বাঁধা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ী যখন নতুন ভাবে বাঁধতে হয় তখন যেভাবে বেঁধেছেন ঐভাবে খুলবেন এক পার্শ্ব মাটিতে ফেলবেন না। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) ✱ যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) ফেলে। পুনরায় বাঁধার নিয়্যত করলো। তা হলে এক একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা) ইমামা (পাগড়ী) শরীফের ৬টি ডাক্তারী উপকারিতা লক্ষ্য করুন: ✱ যারা মাথা খোলা রাখে, তাদের চুলে গরম, ঠন্ডা, রোদ অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু সরাসরি প্রভাবিত করে, যার কারণে শুধু চুল নয় বরং মস্তিস্ক এবং চেহারায় তার প্রভাব পড়ে এবং শরীরে ক্ষতি হয়, তাই সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে ইমামা (পাগড়ী) বাঁধার মধ্যে উভয় জগতের কল্যাণ রয়েছে। ✱ ডাক্তারী বিশ্লেষণ অনুযায়ী মাথা ব্যথার জন্য ইমামা (পাগড়ী) শরীফ পরিধান করা অনেক উপকারী। ✱ ইমামা (পাগড়ী) শরীফের মাধ্যমে মস্তিস্কে শক্তি যোগায় এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। ✱ ইমামা (পাগড়ী) শরীফ বাঁধার ফলে দীর্ঘস্থায়ী সর্দি হয় না, হলেও তার প্রভাব কম হয়। ✱ ইমাম শরীফের শিমলা দেহের নিম্নভাগের অর্ধাঙ্গ রোগ থেকে রক্ষা করে। কেননা, ইমামার (পাগড়ীর) শিমলা হারাম মজ্জাকে মৌসুমী প্রভাব যেমন- ঠন্ডা, গরম ইত্যাদি হতে রক্ষা করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

✱ পাগড়ীর শিমলা উন্মত্ততার আশংকা কমিয়ে দেয়। ✱ খাতামুল মুহাদ্দিসীন, মুহাক্কিক আলাল ইতলাক হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ী মোবারক অধিকাংশ সাদা, আবার কখনো কালো আবার কখনো সবুজ (রঙের) হতো।

(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস, ৩৮ পৃষ্ঠা, দারু ইহ্ইয়াউল উলুম, বাবুল মদীনা করাচী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! **সবুজ গম্বুজ ওয়ালা আক্বা, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবুজ রঙের ইমামা (পাগড়ী)ও আপন মাথা মোবারকে সাজিয়েছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী** সবুজ পাগড়ীকেই তাদের নিদর্শন বানিয়ে নিয়েছে। সবুজ রঙের ইমামার (পাগড়ীর) কথা কি বলব! আমার **মক্কী মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওজা মোবারকের উপর সবুজ গম্বুজ শরীফ শোভা পাচ্ছে। আশিকানে রাসূলের উচিত, সর্বদা সবুজ রঙের ইমামা (পাগড়ী) দ্বারা মাথা **"সবুজ"** রাখা এবং সেই সবুজ রং যাতে বেশি **"গাঢ়"** না হওয়ার পরিবর্তে এমন সুন্দর ও লাবন্যময় হয়, যাতে অনেক দূর থেকে দেখতে এবং এমনকি রাতের অন্ধকারেও সবুজ গম্বুজের সবুজ জলওয়ার বরকতে জলমল করা নূর বর্ষণ করতে দেখা যায়।

নেহিঁ হে চাঁদ সূরজ কি মদীনে কো কূঈ হাজত
ওহাঁ দিন রাত উন্ কা সব্জ গুম্বদ জগমগাতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আংটি সম্পর্কিত ১৯টি মাদানী ফুল

❁ পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। **সুলতানে দো জাহান, রহমতে আ'লামিয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬৩) ❁ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরানো হারাম। যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহ্গার হবে। অনুরূপ ছেলের হাতে পায়ে অহেতুক মেহেদী দেওয়াও নাজায়েয। মহিলারা নিজেরা তাদের হাতে-পায়ে মেহেদী লাগাতে পারবে।

www.dawateislami.net

কিন্তু ছেলেকে লাগালে গুনাহ্গার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা) ছোট মেয়ের হাতে পায়ে মেহেদী দেওয়াতে কোন বাধা নাই। ❁ লোহার আংটি জাহান্নামীদেরই অলংকার। (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭৯২) ❁ পুরুষের জন্য সেরূপ আংটিই জায়েয যেগুলো (লেডিস ষ্টাইলের নয়) জেন্টস ষ্টাইলের। অর্থাৎ তা হবে কেবল এক পাথর বিশিষ্ট। আর যদি তাতে একের অধিক (কয়েকটি) পাথর থাকে, তাহলে তা রূপার হয়ে থাকলেও পুরুষদের জন্য নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়েয। কেননা, এটি কোন আংটি নয়, বরং রিংই। ❁ হুরূফে মুকাত্তাআত-খুদিত (পবিত্র কোরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিভিন্ন বর্ণ খুদিত) আংটি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু হুরূফে মাকাত্তাআত খুদিত আংটি অযুবিহীন অবস্থায় পরিধান করা, স্পর্শ করা অথবা মুসাফাহাকালে হাত মিলানো ব্যক্তিটির এই আংটিখানা অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ হয়ে যাওয়া জায়েয নেই। ❁ অনুরূপ পুরুষদের জন্য একাধিক (জায়েয) আংটি পরিধান করা কিংবা (একাধিক) রিং পরিধান করা নাজায়েয। কেননা রিংটি আংটি নয়। মহিলারা রিং পরতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা) ❁ এক পাথর বিশিষ্ট রূপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা বা ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম হতে কম ওজনের হয়ে থাকে তাহলে সেটি পরিধান করা জায়েয। যদিও তা মোহরের প্রয়োজনে না হয়ে থাকে। কিন্তু তা পরিহার করা (অর্থাৎ যার ষ্টাম্পের প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে জায়েয আংটিও পরিধান না করাই) উত্তম। আর (যাকে আংটি দিয়ে ছাপ দিতে হয় অর্থাৎ আংটিকে মোহর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তার পক্ষে) মোহরের প্রয়োজনে কেবল জায়েযই নয় বরং সুন্নাত।

www.dawateislami.net

অবশ্য অহংকার প্রদর্শনের জন্য কিংবা মেয়েদের মতো টিপ-টাপ ষ্টাইলের অথবা অন্য কোন ঘৃনিত উদ্দেশ্যে একটি আংটিই বা কেন, এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে তো স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করাও নাজায়েয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা) ❁ দুই ঈদে আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯, ৭৮০ পৃষ্ঠা) কিন্তু পুরুষেরা কেবল জায়েয আংটিগুলোই পরিধান করবে। ❁ আংটি পরিধান করা কেবল তাদের জন্যই সুন্নাত, যাদের মোহর করার প্রয়োজন রয়েছে (অর্থাৎ ষ্টাম্প হিসাবে ব্যবহার করার)। যেমন; সুলতান, কাজী, আলিম-ওলামা যাঁরা ফতোয়ায় মোহর ব্যবহার করেন। এরা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য যাদের মোহরের প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য সুন্নাত নয়। অবশ্য পরিধান করা জায়েয। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) বর্তমানে অবশ্য আংটির মাধ্যমে মোহর করার প্রচলন আর নেই। বরং এ কাজের জন্য ষ্টাম্পই তৈরি করা হয়ে থাকে। সুতরাং আংটির মাধ্যমে যাদের মোহর করার প্রয়োজন আর নেই, সেসব কাজী ইত্যাদির জন্যও আংটি পরিধান করা আর সুন্নাত রইল না। ❁ পুরুষেরা আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে করে রাখবে আর মহিলারা রাখবে হাতের পিঠের দিকে করে। (আল হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) ❁ রূপার রিং বিশেষ করে মহিলাদেরই অলংকার। পুরুষদের পক্ষে মাকরূহ (তাহরীমি, নাজায়েয ও গুনাহ্)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা) ❁ মহিলারা স্বর্ণের বা রূপার যত খুশি আংটি এবং রিং ব্যবহার করতে পারবে। এতে ওজন বা পাথরের সংখ্যার কোন নির্দিষ্টতা নেই। ❁ লোহার আংটির উপর রূপার খোল চড়িয়ে দেওয়াতে লোহা মোটেই দেখা যাচ্ছে না, এমন আংটি পরিধান করা পুরুষ বা নারী কারো জন্য নিষেধ নয়। (আলমগিরী, ৫র্থ খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) ❁ উভয় হাতের যে কোন হাতেই আংটি পরিধান করতে পারবে তবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে পরবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

❋ মান্নতের কিংবা ফুঁক দেওয়া ধাতুর **(METAL)** তৈরি চেইন পুরুষের জন্য পরিধান করা নাজায়েয ও গুনাহ্। অনুরূপ ভাবে ❋ মদীনা মুনাওয়ারা কিংবা আজমীর শরীফের রূপার অথবা অন্য যেকোন ধাতুর রিং এবং ষ্টাইল করে তৈরি করা আংটি পরাও জায়েয নেই। ❋ জ্বীনে ধরা, ভূতে ধরা কিংবা অন্য যেকোন রোগের জন্য রূপার বা অন্য যেকোন আংটি পরাও পুরুষদের জন্য জায়েয নেই। ❋ যদি কোন ইসলামী ভাই ধাতুর তৈরি চেইন, রিং, নাজায়েয আংটি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে শরীয়াত মতে আবশ্যক যে, তা এক্ষুণি ফেলে দিয়ে তাওবা করে নিন। আর আগামীতে না পরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন। তাছাড়া অন্যান্য ইসলামী ভাইকেও তা পরতে বারণ করুন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিস্ওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল

প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

✱ মিস্ওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮) ✱ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা, তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৬৯) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্থ হয়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নসীব হবে না।" ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) ✱ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ওযুর সময় মিস্ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মুদ্রা) বিনিময়ে মিস্ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশী খরচ করে ফেলেছেন! কেউ মতো বেশী দাম দিয়ে কি মিস্ওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সকল বস্তু **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব, "তুমি আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতেকে (মিস্ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়। বেশী লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক **(GAP)** সৃষ্টি করে। ✱ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

✱ যখনই মিস্‌ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✱ মিস্‌ওয়াক ডান হাতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্‌ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্‌ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্‌ওয়াক করবেন। ✱ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✱ মিস্‌ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদা ঐ সময় হবে যখন মুখে দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্‌ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা, এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানে হাজির হওয়ার ১৬টি মাদানী ফুল

✱ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি তোমাদেরকে (প্রথমে) কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা, সেটা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (ইবনে মাযাহ্, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭১) ✱ মুসলমানের কবর জেয়ারত সুন্নাত এবং আওলিয়ায়ে কিরাম, শোহাদায়ে ইজাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দরবারের হাজেরী মহান সৌভাগ্য, তাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা মুস্তাহাব এবং সাওয়াবের কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা) ✱ (অলী-আল্লাহ্‌র মাজার শরীফ) বা কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায আদায় করা, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌছিয়ে দেয়া।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আল্লাহ্ তাআলা সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে এবং এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশী সাওয়াব প্রদান করবেন। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা) ✱ মাজার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল হবেন না। (প্রাগুক্ত) ✱ কবরকে চুম্বন করবেন না এবং কবরে হাতও লাগাবেন না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংগৃহীত, ৯ম খন্ড, ৫২২ ও ৫২৬ পৃষ্ঠা) বরং কবর থেকে কিছু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াবেন। ✱ কবরে সিজদায়ে তাজিমী করা হারাম এবং ইবাদতের নিয়্যতে করা কুফরী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংগৃহীত, ২২তম খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা) ✱ কবরস্থানের মধ্যে ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে পূর্বে কখনও মুসলমানদের কবর ছিল না, যে রাস্তা নতুন তৈরী করেছে সেটার উপর দিয়ে যাবেন না। **"রদ্দুল মুহতারে"** বর্ণিত রয়েছে: (কবরস্থানের মধ্যে কবর বিলীন করে) যে নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেটার উপর চলাচল করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা) বরং নতুন রাস্তায় কেবল ধারনার মাধ্যমে সেটার উপর চলাচল করা নাজায়িয ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা) ✱ কিছু অলীর মাজারে দেখা গিয়েছে যে, যিয়ারতকারীর সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবরকে ভেঙ্গে বিলীন করে সমতল করে দেওয়া হয়েছে, এই রকম জায়গায় ঘুমানো, হাটা-চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াতও যিকির করার জন্য বসা হারাম, দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন। ✱ কবর যিয়ারত মৃত ব্যক্তির চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে করা, আর কবরবাসীর পায়ের দিক থেকে যাবেন যেন তাঁর দৃষ্টির সামনে থাকেন, মাথার দিক থেকে আসবেন না, কারণ তাঁকে মাথা তুলে দেখতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা) ✱ কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান যেন কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর চেহারার দিকে মুখমন্ডল হয়, এরপর বলুন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অনুবাদ: হে কবরবাসী! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুক, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে এসেছ, আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

✱ যে কবরস্থানে প্রবেশ করে এটা বলবে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ اُدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا مِّنِّيْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! (হে) গলে যাওয়া শরীর ও পচনযুক্ত হাঁড়ের রব! যে দুনিয়া থেকে ঈমান সহকারে বিদায় নিয়েছে তুমি তার উপর আপন রহমত এবং আমার সালাম পৌছিয়ে দাও। তবে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে নিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত যত মু'মিন মারা গিয়েছে সবাই তার (অর্থাৎ দোয়া পাকারীর) মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে। (মুসান্নফে ইবনে আবি শায়বা, ১০ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা) ✱ **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করলো অতঃপর সে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা তাকাসূর পড়ল তারপর এ দোয়া করলো; হে আল্লাহ! আমি যা কিছু কোরআন থেকে পড়েছি এগুলোর সাওয়াব এ কবরস্থানের মু'মিন নর-নারীকে পৌছিয়ে দাও। তবে সে সমস্ত মু'মিন কিয়ামতের দিন তার (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াবকারীর) জন্য সুপারিশকারী হবে।" (শরহুস সুদুর, ৩১১ পৃষ্ঠা) ✱ হাদীস শরীফে রয়েছে: যে এগার বার সূরা ইখলাস পড়ে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌছাবে, তবে মৃত ব্যক্তির সমসংখ্যক পরিমান সাওয়াব সে (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াব কারী) লাভ করবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

✱ কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো যাবে না। কেননা, এটা বে-আদবী ও মন্দ কাজ (এবং এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়) হ্যাঁ! যদি (উপস্থিত লোকদেরকে) সুগন্ধ (পৌছানোর) জন্য (জ্বালাতে চাই তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানে জ্বালাবে, কেননা, সুগন্ধি পৌছানো উত্তম কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ৯ম খন্ড, ৪৮২, ৫২৫ পৃষ্ঠা) ✱ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্য জায়গায় বলেন: **"সহীহ মুসলিম শরীফ"**এ হযরত আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি ওফাতের সময় নিজের সন্তান কে বলেছেন: যখন আমি মারা যাব তখন আমার সাথে না কোন বিলাপ কারী যাবে, না আগুন যাবে। (সহীহ মুসলিম, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯২) ✱ কবরের উপর চেরাগ বা মোম বাতি প্রভৃতি রাখবেন না। কারণ এটা আগুন, আর কবরের উপর আগুন রাখলে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়, হ্যাঁ! রাতে পথচারীর জন্য বাতি জ্বালানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরের এক পার্শ্বে খালি জায়গার উপর মোমবাতি বা চেরাগ রাখতে পারেন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৬ জুমাদাল আখির ১৪৩২ হিজরী

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	যিয়াউল কোরআন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	শামাঈলে মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী	দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
কানযুল ঈমানের অনুবাদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	শরহুস ছুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রযা, হিন্দ
সহীহ বোখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কিতাবুল ওয়ারাহ লি ইবনে আবু দুনিয়া	আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	তারিখে দামেশক	দারুল ফিকির, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	আশ'আতুল লুমআত	কোয়েটা
সুনানে আবু দাউদ	দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	ফয়যুল কদির	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	উমদাতুল কারী	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কোরআন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মুসান্নিফ ইবনে আবু শায়বা	দারুল ফিকির, বৈরুত	হেদায়া	দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
মু'জাম কাবির	দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	আল ফাতাওয়াল ফিকহিইয়াল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মু'জামুল আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইহইয়াউল উলুম	দারুচ্ছাদির, বৈরুত
কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইত্তিহাফুস সাদাতুল মুত্তাকিন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারেফ, বৈরুত
জমউল জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	রদ্দুর মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
কাশফুল খাফা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
আমালুল ইউমি ওয়াল লাইলা	দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরুত	কাশফুল ইলতিবাছ ফি ইসতিহবা লিবাস	দারু ইহ্ইয়াউল উলুম, বাবুল মদীনা করাচী
জামেউছ ছগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

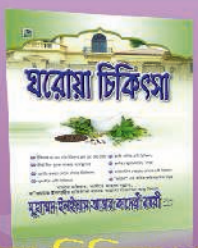

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net